

বণিক বার্তা, ২০১৯-০২-১৮, পৃঃ ০৮

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন



একটি শিক্ষিত ও আলোকিত জাতি গড়ে তোলা এবং জনগণকে আরো গ্রন্থাগারমুখী করার লক্ষ্য নিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন করল। শিক্ষা উপকরণের সমৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। গ্রন্থাগার একটি দেশের জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি সভ্যতার দর্পণ। গ্রন্থাগার দেশ ও জাতির শিক্ষা, রচিবোধ ও সংস্কৃতির কালানুক্রমিক পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। গ্রন্থাগারকে অতীত ও বর্তমান শিক্ষা-সংস্কৃতির সেতুবন্ধ বলা হয়ে থাকে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বই, অধ্যয়ন ও গ্রন্থাগারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

২০১৯ সালের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের স্লোগান হচ্ছে গ্রন্থাগারে বই পড়ি আলোকিত মানুষ গড়ি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণীতে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে গৃহীত সব কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করেছেন এবং গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। এছাড়া ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি 'লাইব্রেরিজ: সিটিজেনস ডোর টু লাইফলং লার্নিং' শিরোনামে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনেক শিক্ষার্থী কুইজে অংশগ্রহণ করে। কুইজের মাধ্যমে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর

গ্রন্থাগার সেবা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার এজেডএম সফিকুল আলম এবং ড. দিলারা বেগম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন স্টাডিজ অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ও লাইব্রেরিয়ান (ইনচার্জ) বিজয়া শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এজেডএম সফিকুল আলম বলেন, গ্রন্থাগার হলো জ্ঞানার্জন, গবেষণা, চেতনা ও মূল্যবোধ বিকাশের একটি কেন্দ্র। তিনি ডিজিটাল পাঠপ্রযুক্তির পাশাপাশি গ্রন্থাগারে এসে বই পড়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ড. দিলারা বেগম তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, সভ্য সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিণীম। শিক্ষার তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে গ্রন্থাগারগুলো টিকিয়ে রাখতে হবে। গ্রন্থাগার হচ্ছে সভ্যতার বাহন।

ড. দিলারা বেগম আরো বলেন, বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান আহরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক গ্রন্থাগারের কোনো বিকল্প নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২০১৯ সালের দুজন সেরা লাইব্রেরি ব্যবহারকারীর হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

■ ফিচার প্রতিবেদক

